দৈনিক বাংলা 012

তারিখ ... 5.6.84 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... ...

গঠনমূলক কাজে ছাত্রশক্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিগ্রেড গঠন-সংক্রান্ত ছোট্ট এক খবর বেরিয়েছে পত্রিকান্তরে। তাতে বলা হয়েছে— এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রীর সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র পরিষদ গ্রীষ্মকালীন সময়ের জন্য ছাত্র-বিগ্রেড গঠন করেছে। বিগ্রেডের উদ্দেশ্য হবে গ্রীষ্মকালীন সময়ে দশদিনের জন্য বিভিন্ন উপজেলায় গিয়ে গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সম্মানী ও সনদপত্র দেয়া হবে বলে জানা গেছে এবং ছাত্র-বিগ্রেডের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ছাত্র পরিষদ বহন করবে।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিগ্রেড গঠন সংক্রান্ত এই খবরটি আকারে ছোট হলেও, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী। কেননা এতে বিভিন্ন উপজেলায় যাওয়ার এবং ছাত্রদের গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের উদ্যোগ সদিচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত। গ্রীষ্মকালীন সময়ে দশদিনের জন্যে গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেসব ছাত্র যাবেন, সংখ্যার দিক থেকে তারা বিরাট কিছু নন। কিন্তু ব্যাপারটাকে সংখ্যার বিচারে না দেখে, গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং কাজের মাধ্যমে সম্মানী হিসাবে কিছু উপার্জনের প্রতীকরূপে দেখলে, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বাস্তব কারণেই বড় মনে হবে। আলোচ্য ছাত্র বিগ্রেডের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ছাত্র পরিষদ বহন করবে বলে যে খবর বেরিয়েছে, তাও বিশেষ প্রশংসনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ এবং আমাদের মূল্যবান জনশক্তি। গঠনমূলক কার্যক্রমে ছাত্রদের —তথা যুবশক্তির অংশ গ্রহণ যেমন এসব কার্যক্রম এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ সহায়ক হতে পারে, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে ও কাজের মাধ্যমে তারা এ ধরনের কার্যক্রম থেকে প্রয়োজনীয় বাস্তব জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনেও সক্ষম হতে পারে। ছাত্ররা বিশেষ উদ্যম ও প্রাণশক্তির অধিকারী, তাদের উদ্যোগী ও সংগঠিত করা গেলে, গঠনমূলক, উৎপাদনমুখী এবং জনকল্যাণধর্মী কাজে ব্যাপকভাবে লাগাতে পারলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব। গ্রীষ্মকালীন কিংবা অন্য কোন ছুটির সময়ে ও অবসরকালে ছাত্রদের এ-ধরনের অনেক কাজেই লাগানো যায়, এবং তারা নিজেরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েও কাজে লাগাতে পারে না। গঠনমূলক ও জনকল্যাণধর্মী কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানী হিসেবে কিছু উপার্জন করতে এবং সনদ জাতীয় কিছু লাভ করতে পারলেও কম লাভ হবে না।

ছাত্র নাং অধ্যয়নাং তপঃ। অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা—তা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হোন কিংবা প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রই হন। তবুও, একমাত্র অধ্যয়নেই ছাত্রদের অভিনিবেশ এবং দায়-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। অধ্যয়নের পাশাপাশি তাদের খেলাধুলা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য রক্ষাকারী ও চিত্তবিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে ও হাতেকলমে শিক্ষা লাভেরও প্রয়োজন আছে। ছাত্র জীবনেই গঠনমূলক কাজে এবং উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ও সাধ্যমত অবদান রাখার অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা হলে, পরবর্তী কর্মজীবনে—এমন কি সংগ্রামশীল জীবনেও তা হবে বিশেষ সহায়ক।

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশেও ছাত্রদের অবসরকালীন চাকরি করার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণধর্মী কাজে অংশ নেয়ার যথেষ্ট নজির আছে। আমাদের মতো জনবহুল, দারিদ্র প্রপীড়িত এবং উন্নয়নশীল দেশে তো গ্রীষ্মকালীন ও অন্যান্য সময়ের ছুটিতে ছাত্রদের গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সম্মানীর মাধ্যমেও অন্যান্য উপায়ে আয় করা নানাদিক থেকেই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, অন্যান্য স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা বড় অন্তরায়। অর্থনৈতিক সঙ্গতির সীমাবদ্ধতার কারণেও অসংখ্য ছাত্রের উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হয় না, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়েই অগণিত ছাত্রের শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। গঠনমূলক কর্মক্রমে এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি যদি সম্মানী বা বেতন হিসাবে ছাত্রাবস্থায়ই কিছুটা উপার্জন করা যায়, তাহলে সেটা অভিভাবক ও শিক্ষার্থী—সবার জন্যেই কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে এবং অন্য কোনো অবকাশকালে ছাত্রদের গঠনমূলক কাজে ও উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এ ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ ও অবদান রাখা, গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে যেমন গ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলার জন্যেও প্রয়োজনীয়। গ্রাম-প্রধান আমাদের দেশের শতকরা পঁচানব্বই জনই গ্রামের বাসিন্দা, এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও তাই। কিন্তু বস্তুত অবস্থা এই যে শিক্ষাজীবনে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই গ্রামের সাথে সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না, যারা গ্রাম থেকে শহর-বন্দরে পড়তে আসে, দীর্ঘকাল অবস্থান করে, তাদের সাথে গ্রামের সম্পর্ক একরূপ ছিন্নই হয়ে যায়।

গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা ছাত্রই হোক, আর শহরের আদিবাসিন্দা ছাত্রই হোক, ছাত্র-বন্ধুরাই যদি গঠনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এবং খণ্ডকালীন অবকাশেও গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়, তাহলে গ্রামের সাথে নতুন করে পরিচয় ঘটতে এবং ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে পারে। এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণের ফলে সব চেয়ে যে বড় লাভ হতে ও সুফল ফলতে পারে তা, হলো, স্বেচ্ছায় কাজ করার ও জনসেবার মনোভাব গড়ে ওঠা এবং শ্রমের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ জন্ম নেয়া। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ এবং মূল্যবান জনশক্তি ও জনসম্পদ ছাত্ররা যে উদ্যোগী ও সংগঠিত হলে, গঠনমূলক কার্যক্রমে এবং উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে বিরাট অবদান রাখতে পারে তার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই আছে। আমরা আশা করবো জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিগ্রেড গঠনের এই উদ্যোগ অন্যদেরও অনুরূপ কাজে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

—নাগরিক